দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 09 2002

অনার্স বনাম পাস কোর্স মাস্টার্স বিতর্ক

সরকার বেসরকারী কলেজে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা আইন করেছেন যে, পাস কোর্স থেকে মাস্টার্সে প্রথম বিভাগ বা শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই আবেদনের যোগ্য অন্যথায় নয়। অনার্স মাস্টার্সধারীদের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। কারণ কী? সেই ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তাহলে কি এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, মাস্টার্স-এর ক্ষেত্রে অনার্স এবং পাস কোর্সের মানে ব্যবধান আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, অনার্স এবং পাস কোর্স মাস্টার্সের মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য আছে কি? তাহলে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। আমাদের দেশে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী দুইভাবে নেয়া যায়- এক, পাস কোর্স ডিগ্রী, দুই, অনার্স ডিগ্রী। মাস্টার্স ডিগ্রীও দুইভাবে নেয়া যায়। এক, পাস কোর্স ডিগ্রী পাসের পর, দুই, অনার্সের পর। পাস কোর্স দু' বছর ১১০০ নম্বর। অনার্স ১৫০০ নম্বর, ৬০০ সাবসিডিয়ারী নম্বরসহ। অনার্স শেষ করলে মাস্টার্স-এর জন্য মাত্র ৫০০ নম্বর। কিন্তু ডিগ্রী শেষ করলে প্রিলিমিনারী এবং ফাইনাল মাস্টার্স মোট ১০০০ নম্বর। তাহলে কথা দাঁড়ায়, পাসকোর্স মাষ্টার্স মোট ২১০০ নম্বর আর অনার্স মাস্টার্সধারী ২০০০ নম্বর-এর পড়ালেখা করেন। অনার্স মাস্টার্স-এর ক্ষেত্রে চার বছর মেয়াদ, পাস কোর্স-এর ক্ষেত্রেও চার বছর। ব্যাপারটাকে সহজ উদাহরণ দেয়া যায় এভাবে যে, অনার্স মাস্টার্সধারীরা বিরতিহীন গাড়ীতে চড়েন আর পাস কোর্স মাস্টার্সধারীরা মাঝপথে গাড়ী বদল করেন বা বিরতি দেন। কিন্তু গন্তব্য উভয়েরই একই, কেবল রুট ভিন্ন। তাহলে বৈষম্য নীতি থাকবে কোন্ যুক্তিতে? ডিগ্রী পাসের ক্ষেত্রে অনার্স পাস কোর্স ব্যবধান করা যাবে। কিন্তু মাস্টার্স শেষ হলে তখন আর কিছুতেই যোগ্যতার পার্থক্য হবে না। পরিশেষে আশা করি এক্ষেত্রে বৈষম্য নীতি দূর হবে।

হারুনুর রশিদ আরজু,
ছাগলনাইয়া, ফেনী।